بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুমআ

‘হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন যে,- যেখানে ইসলামের পরিচয় করানোর প্রয়োজন হয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দাও, মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এই কথাটি বড়ই উৎকর্ষের সহিত সফল হতে সর্বত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যখন মানুষ লক্ষ্য করে যে কিভাবে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।’

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৭শে নভেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- যেভাবে আপনারা জানেন যে বিগত দিনগুলিতে আমি জাপানে সেখানকার মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গিয়েছিলাম। সেখানকার বাহ্যিক অবস্থার দিকে যদি লক্ষ্য করা হয় তবে সেখানে মসজিদ নির্মাণকার্য ভীষণ কষ্টসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। আমাদের আইনজীবি উকিল যাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন যে,- মসজিদের পরিপূর্ণতা বা স্থাপনা আপনাকে মোবারক হোক কিন্তু আমি এখনও চিন্তা করি ও আশ্চর্যান্বিত হই বরং বিশ্বাসই হয় না যে এই এলাকায় আপনাদের মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন যে,- আমি আপনার জন্য মোকদ্দমা লড়ছিলাম বটে পরন্তু আমার সফলতা লাভের কোন আশা ছিল না তাই এক মুহূর্তে আমি জামাতের ব্যবস্থাপককে বলে দিয়েছিলাম যে, এই মামলাটি পরিত্যাগ করাই সমীচীন হবে কিন্তু জামাতের সদস্যদের বিশ্বাসের বিষয়টি অদ্ভুৎ। তাঁরা বলেন যে, আপনি চেষ্টা করে যান, এই স্থানটি আমাদের ইনশাআল্লাহতাআলা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং মসজিদও নির্মাণ হবে। বলেন,- আজ এই মসজিদ আমার জন্য সত্যই একটি বিস্ময়কর বিষয় ও নিদর্শন। যাইহোক এটি আল্লাহতাআলার অপার কৃপা যা প্রত্যেক মুহূর্তে জামাতের উপর বর্ষণ করে থাকেন যা আমাদের বিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি করে। প্রত্যেকটি কাজের জন্য আল্লাহতাআলা সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যখন সেই সময় আগত হয় তো আল্লাহতাআলার কৃপায় তা সম্পন্ন হয়ে যায়। যখন আল্লাহতাআলা চাইলেন যে এই মসজিদ নির্মিত হোক তখন সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মসজিদ নির্মাণের আল্লাহতাআলা আমাদের সৌভাগ্য প্রদান করলেন এবং ইসলামের বার্তা এই দেশে পৌঁছানোর প্রথম কেন্দ্রভূমি তৈরী হোল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শুধুমাত্র একটি মসজিদই সমস্ত দেশগুলিতে ইসলামের শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যকে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট নয় কিন্তু এই কথাটি বিশ্বাস্য যে এর সহিত জাপানে ইসলামের প্রকৃত বার্তাকে পৌঁছানোর ভিত্তি স্থাপন করা হোল। আমি কতকজনের মতামত বা প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করবো যা হতে জানা যায় যে, জাপানীরা আহমদীয়া জামাত মাধ্যমে উপস্থাপিত প্রকৃত ইসলামের শিক্ষাকে কিরূপে দেখেছে এবং এটিও হওয়ার ছিল কারণ আঁ হযরত (সাঃ) এর নিবেদিত প্রাণ ও দাসের মাধ্যমেই হওয়াই নিয়তি ছিল সুতরাং যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অবশিষ্ট সমগ্র পৃথিবীর দেশগুলিতে ইসলামের প্রকৃত বাণীকে পৌঁছাবার লিপ্সা প্রকাশ করেন এবং এর জন্য চেষ্টাবনতও হলেন এভাবে জাপান সম্পর্কেও বলেন যে, জাপানীদের নিমিত্তে একটি পুস্তক লিখিত হোক এবং কোন জাপানী বাকপটু সাহিত্যি দ্বারা এক হাজার টাকার বিনিময়ে অনুবাদ করানো হোক এবং এরপর এটির দশ হাজার অনুলিপি ছাপিয়ে জাপানে প্রকাশ করা হোক। তিনি (আঃ) আরও বলেন যে,- জাপানে পুন্যবান লোকেরা আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে কোরআন করীম অনুবাদসহ সহস্র সংখ্যায় এবং জামাতের পক্ষ হতে জাপানীদের জন্য তাদের ভাষায় সাহিত্য তৈরী হচ্ছে এবং এবার তো এই মসজিদের সঙ্গে আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বাসনাকে পূর্ণ করতে এমন দ্বার উন্মুক্ত করেছেন যে কোটি কোটি মানুষ পর্যন্ত বার্তা পৌঁছাচ্ছে। আমি যেভাবে বলেছি যে, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করবো যাতে বোঝা যাবে মানুষের ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তাধারা পাল্টে গেছে। পূর্বে ভিন্ন ধারণা বা রায় ছিল এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে এবং তারা প্রকাশ্যভাবে বলেন যে মসজিদের উদ্বোধন এবং এর অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমরা ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছি ও ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারনার অপসারণ হয়েছে। যাইহোক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন যে,- ইসলামের পরিচিতি দানের প্রয়োজন হলে মসজিদ নির্মাণ করে দাও। মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এই কথাটি বড়ই উৎকর্ষের সহিত সফল হতে সর্বত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যখন মানুষ লক্ষ্য করে যে কিভাবে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। জুমআর দিন জাপানী অতিথিরা মসজিদে এসেছিলেন। প্রথমে পর্দা উন্মোচনের অনুষ্ঠান ছিল। কিছু বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং পরে ভিতরে প্রবেশ করে মসজিদে বসেন এবং খুতবাও শোনেন ও আমাদেরকে নামাজ পড়তেও দেখেন। আনুমানিক উনপঞ্চাস পঞ্চাসের মত জাপানী অতিথি ছিলেন যারা খুতবা শোনেন। তাদের মধ্যে শিন্টোবাদী বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং খ্রীস্টান নেতৃবর্গ ছাড়া সেই অঞ্চলের সাংসদ, প্রফেসর ও অন্যান্য বিষয়ে

সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপস্থিত অতিথির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলবো।

✡ এক ব্যক্তি ওসামু যিনি চার্চ অব জেসাস ক্রাইস্ট এর Director of public affairs ছিলেন। তিনি বলেন যে,- আমরা আশা করি যে এই মসজিদ জাপানী ও ইসলামের মাঝে এক সেতুর ভূমিকা পালন করবে।

✡ এরূপ আর এক বৌদ্ধ যাজক যাঁর নাম তাইজুন সাতো (Taijun Sato) তিনি বলেন যে,- একজন বৌদ্ধ হিসাবে মসজিদে প্রবেশ করা খুবই চমকপ্রদ ছিল। আমাদের তো ধারণা ছিল এই যে,- অমুসলমান ও বৌদ্ধ হিসাবে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে কিন্তু না কেবল উষ্ণ অভ্যর্থনার সহিত আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বরং নামাজ এবং খুতবায় অংশগ্রহণ করে আমাদের আন্তরিক প্রফুল্লতা লাভ হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে গিয়েছে।

✡ সিটি পার্লামেন্টের সদস্য বলেন যে,- আমরা আমাদের এলাকায় মসজিদ নির্মাণকে সু-স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি যে আহমদীয়া জামাতের উপস্থিতি অনুযায়ী এই মসজিদ মানবতার সহিত ভালবাসা রক্ষাকারী এবং সেবা প্রদাণকারীর কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

✡ এরপর ইশিনোমাকির (Ishinomaki) শহরের সাংসদ ছিলেন যিনি এক হাজার কি.মি দূরত্ব যাত্রা করে মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে,- এই সুন্দর মসজিদ দর্শন করে আমার সমস্ত যাত্রার ক্লান্তি দূরিভূত হয়ে গেছে। তিনি বলেন যে,- আহমদীয়া জামাত, জাপান ভূমিকম্পে সেবা দ্বারা যে পুণ্য অর্জন করেছে আশা করি এই মসজিদ এই পুণ্যনামকে বর্ধিতকারী স্বাব্যস্ত হবে।

✡ আবার Aichi Educational University র প্রফেসর মিনেসাকী হিরোকো সাহেব তিনি বলেন,- জাপানে আহমদীয়া জামাতের মসজিদ নির্মাণের খুবই প্রয়োজন ছিল। পৃথিবীতে ইসলামের সুন্দর চেহারা দেখানোর জন্য আহমদীয়া জামাতের কৃতিত্ব অতুলনীয়। আমরা আশা করি যে এই মসজিদ দ্বারা জামাতের পরিচিতি অধিক বর্ধিত হবে এবং বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তির প্রসার করবে।

শনিবার সন্ধ্যায় সেখানে এক সমাদর সভার আয়োজন হয়েছিল মসজিদ সম্পর্কিত। মসজিদের বারান্দায়। এই অনুষ্ঠানেও আনুমানিক ১০৯জন জাপানী অতিথি ও আটজন ভিন্ন দেশী অ-আহমদী অতিথি যোগ দেন। সেই অতিথিদের মধ্যে প্রেজিডেন্ট এ. এম.এ সিটি ইন্টারন্যাশনাল এসোশিয়েশন এর সাংসদগণ, ডাইরেক্টর অব ইন্টারন্যাশনাল টুরিজম, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, ডক্টর, শিক্ষক, আইনজীবি এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন।

✡ এক বৌদ্ধ যাজক অংশগ্রহণ করে বলেন যে,- ঈমাম জামাতের আগমন খুবই শুভ মুহূর্তে হয়েছে যখন আমরা প্যারিসের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরে অস্থির পরিস্থিতিতে ভারাক্রান্ত ছিলাম। তিনি বলেন,- যেভাবে সুন্দর বোধগম্য ভঙ্গিতে তিনি কথা বলেছেন এবং ইসলামের প্রশংসা করেছেন তাতে সেই অস্থির চাঞ্চল্যকর অনুভূতি ইসলাম সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে স্থান করছিল তার অবসান করে দিয়েছেন। ঈমাম জামাত আহমদীয়ার আগমন এবং এই মসজিদের স্থাপনা আমাদের আতঙ্ক ও অশান্তিকে একত্রে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

✡ এরূপে এক আইনজীবি আছেন ইতো হিরোশি (Ito Hiroshi) সাহেব যিনি বিভিন্ন সময়ে আইনী সহায়তা প্রদান করেছিলেন তিনি বলেন যে,- আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দিন ছিল এটি। তিনি বলেন যে,- ঈমাম জামাত আহমদীয়ার সমস্ত কথা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে তিনি শান্তি ও নম্রতার আবেদন জানান সেখানে তিনি ন্যায় ও সুবিচারের উন্নতির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা খুবই ভাল কথা এবং এর প্রয়োজন ছিল।

✡ এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলেন যে,- আমার পরিবার বৌদ্ধ যাজকের পরিবার এবং আমার গৃহ একটি মন্দিরও বটে, আমার ইসলামের প্রতি বহু আগ্রহ ছিল অথচ কখনও কোন মুসলমানের সহিত কথা বলার কোনও সুযোগ হয়নি। পুস্তকাবলী হতে যতটুকু পড়ে জানতে পেরেছি। কিন্তু আজ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং জামাতের ইমামের কথা শুনে আমার ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখার সৌভাগ্য হয় এবং এক নূতন দ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হোল।

✡ এক মহিলা যাঁর নাম ইউকি সিনজাকি (Yuki Sinzaki) সাহেবা বলেন যে,- এই পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই শহরে এত চমৎকার মসজিদ তৈরী হওয়া আমাদের জন্য বড়ই আনন্দের বিষয়। আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, এবং বিভিন্ন ধর্মের উপর গবেষণা করছি। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের পর আমার অনুভব হয়েছে যে, আমাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অতি নগন্য যার ফলশ্রুতিতে আমরা ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত হয়েছি। জামাতের ঈমামের বক্তব্য এ যুগের প্রয়োজন। আমি এই বক্তব্য হতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম। আমরা জাপানীরা ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশী অবগত নই বরং ইসলামের নামে ভীতসন্ত্রস্ত থাকি কিন্তু আজকের এই বক্তব্য শুনে আমরা জানতে পারি যে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কি। মসজিদ নির্মাণের পর আমি মনে করি যে এরূপ সুযোগ আবারও আসবে। ঈমাম জামাত আহমদীয়া এবং তাঁর জামাতের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হলো। কিন্তু পারস্পরিক ভালবাসা, শান্তি ও সদ্ভাব আমি এঁদের মুখমন্ডলে লক্ষ্য করেছি এবং এঁদের সাথে সাক্ষাতের পর এঁদের মধ্যে প্রচুর ভালবাসা ও প্রেম দেখতে পাই।

✡ অন্য এক জাপানী বন্ধু যাঁর নাম হোল তোয়া সাকুরাই (Toya Sakurai) সাহেব বলেন যে,- আজ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এবং ঈমাম জামাত আহমদীয়ার কথা শোনার ফলে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ হোল। এই সুযোগদানের জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঈমাম জামাত আহমদীয়া কেবলমাত্র শান্তি সম্পর্কেই বললেন এবং বিশ্বকে আসন্ন সংকট বা বিপদাবলী সম্পর্কেও সতর্ক করেন। আহমদীয়া জামাতের খলীফা আমাদের সেই সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলি নিরসন করলেন যে, মুসলমান পৃথিবীতে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আমি বারংবার এটিই বলব যে, আমাদের উচিৎ তাদের সাথে মিলিতভাবে শান্তির জন্য কাজ করা। এবার আমাদের কর্তব্য হোল আমরা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করি এবং এটিকে বুঝি।

✡ এরূপে এক জাপানী বন্ধু যিনি শিক্ষকতা করেন, তিনি বলেন যে,- জামাত আহমদীয়ার সদস্যগণ কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বদা আমাদেরকে সহায়তা দান করে থাকেন। এই কথাটি আমি পূর্বে জানতাম না, এখানে বহু বক্তাদের মুখে শুনলাম যে, বিভিন্ন ভূমিকম্পে, সুনামীর দিনগুলিতে আহমদীয়া জামাত সাহায্য প্রদান করেছে। এবার আমি আজকের পর নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এ কথা বলতে পারব যে এরা বিপদজ্জনক বা মারাত্মক মানুষ নয়। তিনি বলেন যে, জামাত আহমদীয়ার খলীফা বড়ই সহজ পদ্ধতিতে ইসলাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তাঁর কথাগুলি খুবই দ্রুত বোধগম্য ছিল। এরূপে আরেক বন্ধু এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি বলেন,- এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং ইমাম জামাত আহমদীয়ার বক্তব্য শোনার পর আমি জানতে পারি যে, আমাদের ইসলামের ভিত্তির সাথে পরিচিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। জাপান একটি দ্বীপপুঞ্জ এবং এখানকার বাসিন্দারাও বহির্বিশ্বের সহিত এমনভাবে অচেনা ও অজানা আছে যেজন্য তারা ইসলাম সম্বন্ধে সন্ত্রাসের ধারণা পোষণ করার উর্দ্ধে কিছু মনে করার চেষ্টা করে না। আমি আশা করি যে ঈমাম জামাত আহমদীয়ার আগমন এবং এই মসজিদের স্থাপনা এই চিন্তাধারাকে বদলাতে একটি ইতিবাচক মাধ্যম স্বাব্যস্ত হবে।

এক ছাত্র বলে যে,- ঈমাম জামাত আহমদীয়ার বক্তৃতা শুনে আমি ভীষণ ভাবুক হয়ে পড়েছিলাম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এঁর কথাগুলি হৃদয়কে পরিবর্তন করে দেওয়ার মত। আবার বলে যে,- ঈমাম জামাত বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদী জঘন্য ও ঘৃণিত কার্যকলাপ করে থাকে কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তো খুবই উত্তম যা হতে জানা যায় যে প্রচারমাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে যা বর্ণনা করে তা বাস্তব হতে বিচ্ছিন্ন।

হুযূর প্রভাময় (আইঃ) বহু সম্মানীয় অতিথিদের ঈমানউদ্দীপক ভাবাবেগের বর্ণনা দেন, তিনি বলেন :

আল্লাহতাআলার কৃপায় সংবাদমাধ্যমেও মসজিদের উদ্বোধনের যথেষ্ট এবং বিস্তৃত আকারে জাপানীদের নিকট ইসলামের বার্তা পৌঁছেছে। প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়া চারটি সাক্ষাৎকার নেয় যার তিনটি এই মসজিদেই সংগঠিত হয় আর একটি টোকিওতে। হুযুর (আইঃ) বলেন যে,- মসজিদ উদ্বোধনের অবসরে পাঁচটি টেলিভিসন চ্যানেল ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। হুযুর (আইঃ) বলেন যে,- সংবাদপত্র মাধ্যমেও আল্লাহতাআলার কৃপায় বড়ই প্রচার হয়েছে।

তিনি (আইঃ) বলেন: যাইহোক টেলিভিসন চ্যানেল মাধ্যমে এবং সংবাদপত্র মাধ্যমে ইন্টারনেট ও ওয়েব-সাইট মাধ্যমে মোটের উপর আনুমানিক এই মসজিদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুহূর্তে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা হতে পাঁচ কোটি দশ লক্ষ ব্যক্তি অবধি ইসলামের বার্তা পৌঁছায়। তাই এটি আল্লাহতাআলার সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য যা মসজিদের দ্বারা ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছানোর কারণে আমরা দেখতে পাই।

হুযুর প্রভাময় (আইঃ) বলেন : টোকিও তেও একটি অনুষ্ঠান ছিল। সমাদর সভা ছিল যাতে ৬৩ জন জাপানী অতিথি অংশগ্রহণ করেন যাতে একজন বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান যাজকও ছিলেন, নিহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন, বিখ্যাত কবি, বিজনেস এডমিনিসট্রেটর বা ব্যাবসায়িক প্রশাসক মি. মার্টেন ছিলেন, জাপানের দ্বিতীয় বৃহৎ সংবাদপত্র 'আসাহী'র প্রধান সাংবাদিকও ছিলেন। এরূপে জীবনের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত পেশার মানুষেরা অংশগ্রহণ করেন।

✡ ডিহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বলেন যে,- আমি চিন্তা করছিলাম যে আপনি আমাদের কি আর বলবেন, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে আপনি বিগত ইতিহাস এবং আগামীতে আসন্ন পরিস্থিতিকে গচ্ছিতভাবে কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছেন। আপনি বাস্তবিকতা ও দলিলের সাথে কথা বলেছেন। যুদ্ধের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আগত যুদ্ধগুলি হতে বাঁচার উপায় বলেন। বড়ই সংক্ষিপ্ত সময়ে ইসলামের শিক্ষাও বলেন। আমার বক্তব্য সম্পর্কে বলেন যে,- এই সমস্ত বক্তব্য ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় সমগ্র জাপানে প্রসার করা উচিৎ।

✡ এক বন্ধু যিনি ব্যবসায়িক প্রশাসক, তিনি একটি পুস্তক লিখেছিলেন, যা ছিল শান্তি ও প্রেমের বিষয়ে। তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন, তিনি বলেন যে,- যা কিছু আমি পুস্তকে লিখেছিলাম আজ আপনি তাতে মোহর লাগিয়ে দিলেন।

হুযূর প্রভাময় (আইঃ) বহু সম্মানীয় অতিথিদের ঈমানউদ্দীপক ভাবাবেগের আরও বর্ণনা দেন, তিনি বলেন :

আল্লাহতাআলার কৃপায় মসজিদের উদ্বোধন ও যাত্রার যেভাবে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি বড়ই ইতিবাচক পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহতাআলা জাপান জামাতকেও সৌভাগ্য দান করুন মসজিদের কারণে যে বিস্তৃত পরিচিতি সম্ভব

হয়েছে সেটিকে অধিক বর্ধিত করতে পারেন এবং জামাত আহমদীয়ার নিকট জাপানীরা যে প্রত্যাশা রাখে তাকে ফলপ্রসূ করতে চেষ্টারতও থাকেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর আকাংখা অনুযায়ী সেখানে আহমদীয়াতের বাণীও প্রসারের দ্রুত প্রচেষ্টা চালান।

তিনি বলেন:- মৌলবীদের প্রতিহিংসা ও আক্রোশ তো প্রায়শই পাকিস্তানে লক্ষ্য করা যায়। জামাতের উন্নতি দেখে তাদের হিংসা ও বিদ্বেশের আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। বিগত দিনে ঐ সমস্ত মৌলবীদের পক্ষ হতে এবং চরমপন্থীদের পক্ষ হতে একটি নিষ্ঠুর এবং বড়ই ভিত্তিহীণ অভিব্যক্তি ঘটিত হয়েছে পাকিস্তানের ঝিলামে, যেখানে আহমদীদের চিপ বোর্ড কারখানায় অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং তাদের চেষ্টা ছিল এই যে কর্মচারী ও কারখানার মালিকরা আছে তাদের তাতে অগ্নিদগ্ধ করে মারার কিন্তু আল্লাহতাআলার কৃপায় তাতে তারা সফলকাম হতে পারেনি যদিও আর্থিক ক্ষতি তো প্রচুর হয়েছে। ১৯৭৪ সালেও এরা অগ্নিদহন করেছিল এবং আহমদীদের গভীর সংকটে ফেলার চেষ্টায় ছিল কিন্তু অগ্নিদহনকারীদের আহমদীদের সংকটে ফেলার কোন আশা পূরণ হতে পারেনি। আমরা দেখেছিলাম এদের হৃদয়ের বাসনার পতন ঘটতে। আহমদীদের ভিক্ষার থালা ধরানোর প্রচেষ্টাকারীদের আমরা ভিক্ষা চাইতে দেখলাম। এটি তো আল্লাহতাআলার ব্যবহার জামাতের সহিত হতে থাকে। সুতরাং এই সমস্ত সংকট আমাদের ঈমান বা বিশ্বাসকে আলোড়িত করে না বরং আরও দৃঢ় করতে সক্ষম হয়।

এই কারখানা যে ছিল চিপ বোর্ড কারখানা এটি হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের পুত্র সাহেবজাদা মির্যা মুনির আহমদ সাহেবের ছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র এটির কর্তা ছিল। আমি এ বিষয়ে আনন্দিত যে যেভাবে এরূপ ক্ষতিতে এক মোমিন অর্থাৎ পুণ্যবানের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ সেই প্রতিক্রিয়া এঁরা দেখান এবং কৃতজ্ঞতার শব্দধ্বনিই এঁদের মুখ হতে নিঃসৃত হতে থাকে। আল্লাহতাআলা তাঁদের আহমদী কর্মচারীদের প্রাণ ও সম্পদ সুরক্ষিত রাখেন এবং মহিলা ও শিশুদেরও রক্ষা করেন তাদের সম্মানও রক্ষা পায়। মির্যা নসির আহমদ তারিক যিনি মির্যা মুনির আহমদ সাহেবের বড় পুত্র সেই কারখানার কর্তাধর্তা ছিলেন কারখানার ভিতরেই তাঁর আবাসস্থল ছিল, এরূপে তাঁর পুত্রও যিনি কারখানায় কর্মরত আছেন তাঁরও গৃহ কারখানার ভিতরেই ছিল। সবাইকে আল্লাহতাআলা নিরাপদে রাখেন। বহু আহমদী কর্মচারী যারা ছিলেন যেখানে সেখানে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েন। পরে খুদ্দামরা তাদেরকেও কোনও প্রকারে খুঁজে বের করেন ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেন। কামার আহমদ যিনি কারখানার প্রধান দারোয়ান ছিলেন তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তিনি এ মুহূর্তে কারাগারে আছেন। তাঁর উপর কোরআন অবমাননার ভীষণ কঠিন দফা লাগানো হয়েছে। আল্লাতাআলা তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

মির্যা নসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী এবং পুত্রবধু ও তাদের শিশুরাও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার যেভাবে প্রকাশ করেছে তাও সম্মানের যোগ্য। যাইহোক এক প্রকারের আনন্দের বিষয় এও আছে যে, অ-আহমদীদের মধ্যে এই পরিবর্তন পাকিস্তানে দৃষ্টিগোচর হোল যে কিছু অ-আহমদীও এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বরসঙ্ঘাত করেছে এবং টেলিভিশন চ্যানেলে অনুষ্ঠান মাধ্যমে যাতে ডি.পি.ও এবং রাজনীতিবিদগণ এ কথা স্বীকার করেন যে তারা ন্যায় করবেন এবং অপরাধীদের ধরবেন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল সে বিষয়ে যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিল বা অনুষ্ঠান আয়োজকগণও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কথা বলেছে। এভাবে এই কারখানায় অগ্নিসংযোগের পর তারা আমাদের দুটি ক্ষুদ্র জামাত কালাগুজরা ও মাহমুদার মসজিদগুলিতে আক্রমণ চালায়। মৌলবীরা মসজিদের গালিচা ও আসবাবপত্র বহিষ্কার করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর মসজিদগুলিকে করায়ত্ত করে নেয়। পুলিস তাদেরকে বিতাড়িত করে তালা লাগিয়ে দেয়। আল্লাহতাআলা সেখানকার সকল আহমদীদের নিরাপদ করুন। আল্লাহ করুন পাকিস্তানেও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হোক। এছাড়া কারখানার কর্মচারীদেরও যারা সেখানে কর্মরত ছিলেন এবং এখন তারা চাকুরীহীণ জীবনযাপন করছেন আল্লাহতাআলা তাদেরও আয়ের উত্তম ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 27th November, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA